দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ১২ 2002
পৃষ্ঠা ৭৭ কলাম ৬

মুখ থুবড়ে পড়েছে সাক্ষরতা আন্দোলন 'বর্ণিল খাগড়াছড়ি'

এইচএম প্রফুল্ল ॥ দীর্ঘ দু'বছরেও খাগড়াছড়িতে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) 'বর্ণিল খাগড়াছড়ি'র বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। স্থানীয় অর্থায়নে পাইলট প্রকল্প এবং গ্রাণ্ড র‍্যালির আয়োজনও শেষ হয়েছে গত ১৭ জানুয়ারীতে। এখন শুধু অর্থ সংকটই 'বর্ণিল খাগড়াছড়ি'র পথে বড় বাধা। অক্ষর দিয়ে সাক্ষরতা শুরুর এই হোর্ডিং সাইনগুলো এখন পোস্টার আর মরীচিকায় ভরে গেছে। কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে জেলায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের সংগ্রাম। ঠিক এহেন অবস্থায় খাগড়াছড়িতে পালিত হয়ে গেল বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ, জেলাব্যাপী জরিপ মতে, ৭৫,৭৩৫ জন নারী ও ৫৮,৭৫২ জন পুরুষ মিলিয়ে সর্বমোট ১ লাখ ১৭ হাজার ৪শ' ৮৭ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। এজন্য ৮ উপজেলায় ১০টি করে ৮০টি কেন্দ্র ইতোমধ্যে পাইলট প্রকল্পের আওতায় চালু করা হয়েছে। গত নভেম্বরে প্রণীত 'বর্ণিল খাগড়াছড়ি'র কর্মপত্রে মাথাপিছু ৩১১.৯৬ টাকা হিসেবে ৪ কোটি ১৯ লাখ ৫৫ হাজার বাজেট নির্ধারণ করা হয়।

সূত্র আরো জানায়, বাজেট উপানুষ্ঠানিক অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ছাড়পত্র প্রদানে প্রচণ্ড গড়িমসি করে চলেছে। দেশের সিংহভাগ জেলায় সাক্ষরতা আন্দোলন শেষ হয়ে গেলেও খাগড়াছড়ি জেলা এ ক্ষেত্রে অন্যায্য আচরণের শিকার হচ্ছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জেলা কো-অর্ডিনেটর আব্দুল হামিদ জানান, পুরো জেলায় এ কার্যক্রমে একমাত্র লোকবল তিনিই। ৮ উপজেলার ৮ জন কো-অর্ডিনেটরের পদ এখনো খালি। কর্মকর্তাদের জন্য ১০টি মোটর সাইকেল প্রায় ১ বছর যাবৎ অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। সরজমিনে দেখা গেছে, টিএলএম'র কার্যালয়টিই যেন একটি জরাজীর্ণ গৃহ।

জেলার সচেতন মহল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের মতে একটি সার্বজনীন উদ্যোগ সূচনা থেকেই অস্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিয়ম মোতাবেক জেলা উপজেলা পর্যায়ে অনেকগুলো কমিটিতে কাজের সুবিধার্থে সর্বস্তরের পেশাজীবীদের অন্তর্ভূক্তির কথা। কিন্তু তাও এখনো উপেক্ষিত। ফলে বিদ্যমান অর্থ সংকট কাটাতে কর্তৃপক্ষ হিমশিম খাচ্ছে।